দৈনিক জনকণ্ঠ

OCT. 29 1999

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

পাঠ্যপুস্তক ॥ টেন্ডারের খেলা

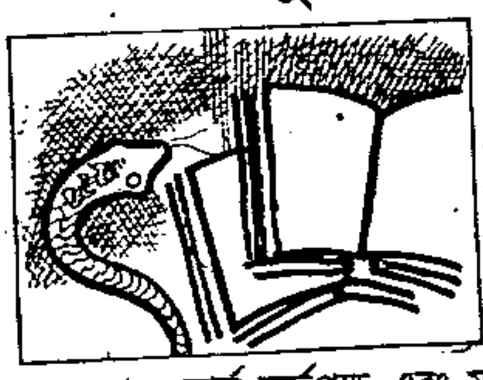

যেখানে নিয়ম ও নৈতিকতা বেশি থাকা উচিত সেখানেই সমস্যা বেশি। প্রায় প্রতিবছরই পাঠ্যপুস্তক ছাপা নিয়ে টেক্সট বুক বোর্ডে সমস্যা দেখা দেয়, ফলে সময়মতো বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর হাতে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছায় না। এ বছরও পাঠ্যপুস্তক ছাপা নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। ফলে আগামী বছর সঠিক সময়ে ছাত্রছাত্রীরা বইপত্র পাবে বলে মনে হচ্ছে না। বোর্ড কর্তৃপক্ষ এবং মুদ্রণ শিল্পের সঙ্গে জড়িতদের তিনটি সমিতির মধ্যে টানাপোড়েনের ফলে এক বিচিত্র জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ তিনবার টেন্ডার ডাকলেও এখনও কার্যাদেশ দিতে পারেনি। বোর্ডের চেয়ারম্যান যে কোন ভাবেই হোক এ মাসের মধ্যে কার্যাদেশ প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু জটিলতা শেষ হয়নি।

গত বুধবার দৈনিক জনকণ্ঠের প্রথম শিরোনামের সংবাদই ছিল এ সংক্রান্ত। এ সংবাদে বলা হয়েছে, কার্যাদেশ দেয়ার আগে প্রেস পরিদর্শনের এবং ২৪ অক্টোবর পরিদর্শন শুরু ও ২৬ অক্টোবর রিপোর্ট জমা দেয়ার কথা। এজন্য বোর্ড ৬৪৫টি প্রেস পরিদর্শনের নিমিত্তে ১৪টি টিম গঠন করেছে। টিমগুলো প্রেস পরিদর্শন সময় মতো করতে পারেনি, কারণ প্রেস মালিকদের সমিতিগুলো ফ্যাঁকড়া লাগিয়েছিল তাদের সদস্যকে পরিদর্শন কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। বোর্ড এ শর্ত মেনে নিলেও সমিতিগুলো তাদের প্রতিনিধিদের নাম জমা দেয়নি। প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, প্রতিনিধি বাছাই নিয়ে সমিতির মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে। তিন বার টেন্ডার আহ্বানের কারণ সম্বন্ধে জানা গেছে, প্রথমে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পাঠ্যবই ছাপার কথা ছিল, কিন্তু বিশ্বব্যাংক শর্ত দিয়েছিল ১১১টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বই ছাপতে হবে। সে অনুযায়ী ২৪ জুন টেন্ডার ডাকা হয়। কিন্তু মুদ্রাকররা একজোট হয়ে টেন্ডারে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে। ফলে বিশ্বব্যাংকের প্যাকেজ পদ্ধতি বাদ দিয়ে বোর্ড আবার ১৭ আগস্ট টেন্ডার ডাকে। এবার ক্ষুব্ধ হয় বিশ্বব্যাংক। তারা অর্থায়ন করবে না বলে জানিয়ে দেয়। এর পর নিজস্ব তহবিল থেকে বই ছাপার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। দ্বিতীয় দফায় টেন্ডার বাতিল করে ১৯ সেপ্টেম্বর তৃতীয় দফা টেন্ডার ডাকা হয়। এবার ৬৪৫টি মুদ্রণ সংস্থা একই রেটে টেন্ডারে অংশগ্রহণ করে, কিন্তু রেট দেয় গত বছরের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ টেন্ডারও বাতিল করে দেয়। ১২ অক্টোবর নতুন করে টেন্ডার ডাকা হয় এবং মন্ত্রণালয় প্রকাশক-মুদ্রাকর প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে রেট নিয়ে আপোসরফার চেষ্টা চালায় এবং সে চেষ্টা সফলও হয়। এখন সমিতিগুলোর ভিতরের দ্বন্দ্ব বই ছাপার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনিতেই বার বার টেন্ডার আহ্বানে অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। ফলে মূল সমস্যা দেখা দিয়েছে, শিক্ষাবর্ষ শুরু হলেও কতদিনে গ্রাম-গঞ্জের প্রাথমিক পর্যায়ের শিশু শিক্ষার্থীর হাতে বই গিয়ে পৌঁছাবে! বই ছাপাতে হবে ৫ কোটি ৬০ লাখ, সময় মতো বই পৌঁছতে হলে এ মাস শেষে কার্যাদেশ দিলেও হাতে সময় থাকে মাত্র ১৫ দিন। ফলে এক অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে পড়ে গেল প্রাথমিক পর্যায়ের শিশু শিক্ষার্থীরা, যাদের অধিকাংশই দরিদ্র।

এখানে অনিবার্য ভাবেই এ প্রশ্ন উঠছে যে, প্রকাশক-মুদ্রাকরদের মুনাফা আগে না শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছানো আগে দরকার? এমন একটা অত্যাবশ্যকীয় পণ্য নিয়ে এমন টেন্ডার-টেন্ডার খেলা না খেললে কি চলত না! বিশ্বব্যাংক যে শর্ত দিয়েছিল সে শর্ত অমূলক ছিল কিনা সেটাও দেখার বিষয়। কারণ গত বছরও বই ছাপা নিয়ে এবং মানসম্মত প্রেসের প্রশ্নে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। আবার বোর্ডের কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রেস ব্যবসা কিংবা প্রেসের সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগও ছিল। আসলে উচিত ছিল বিশ্বব্যাংক যখন শর্ত দিয়েছিল তখনই সিদ্ধান্ত নেয়া।

এখন যেভাবে টেন্ডার হয়েছে তাকে হয়ত কাগজপত্রে বৈধ দেখানো হচ্ছে, কিন্তু নৈতিকভাবে কি তা প্রতিযোগিতামূলক হয়েছে? সমিতির নামে আসলে জনগণের টাকা জবরদস্তি করে নিয়ে যাচ্ছে প্রকাশক-মুদ্রক নামের তথাকথিত অসাধু ব্যবসায়ীরা। প্রয়োজন ছিল এ প্রবণতা রোধ করা কারণ রাষ্ট্রীয় তহবিলের এ টাকা নিয়ে প্রকাশক, মুদ্রক এবং বোর্ডের কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারীর ছিনিমিনি খেলা অভিপ্রেত নয়। এখন যে পদ্ধতিতে বই ছাপা হচ্ছে তা মূলত অনিয়ম-দুর্নীতির সঙ্গে আপোস করে। শিক্ষা ক্ষেত্রে এ রকম অরাজকতা মোটেও কাম্য নয়। আরও দেখা যাচ্ছে, অসাধুতা দমন না হওয়ায় তার প্রকোপ বাড়ছে। অতি মুনাফার জন্য অন্যায় চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এভাবে চলতে পারে না, চলা উচিত নয়। বিকল্প একটা পন্থা উদ্ভাবন জরুরী। সময়মতো শিশু শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছানোটা আরও জরুরী।